ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৮০৫

আগরতলা, ১৭ মার্চ, ২০১৮।

বই মেলার মধ্য দিয়ে ভারতের ঐতিহ্যময় মিশ্র সংস্কৃতি আরও প্রস্ফুটিত হবে
৩৬তম আগরতলা বইমেলার প্রস্তুতি সভায় মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা বইমেলাকে কেন্দ্র করে যুব সম্প্রদায়কে বইয়ের দিকে আরও বেশী করে আকৃষ্ট করে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত আগরতলা বইমেলা, ২০১৮'র প্রস্তুতি কমিটির সভায় পৌরোহিত্য করে বলেন, এই মেলার মধ্য দিয়ে ভারতের ঐতিহ্যময় মিশ্র সংস্কৃতি আরও বেশী করে প্রস্ফুটিত হবে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেব বলেন, শিল্প-সংস্কৃতি ভারতবর্ষের ভারতীয়ত্বের একটি ভূষণ। এই দেশের প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত। এই ভাষা থেকেই দেশের বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর ভাষাও সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার উৎপত্তি। তিনি বলেন, এই রাজ্যে যুব সম্প্রদায়েরই সংখ্যাধিক্য ছেলে মেয়েরা কোন কোন সময় দিশাহীন হয়ে বিভিন্ন অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সেই সমস্ত জায়গা থেকে তাদেরকে কিভাবে সরিয়ে আনা যায় তার জন্য আগরতলা বই মেলাকে কেন্দ্র করে বইয়ের দিকে আকৃষ্ট করে তোলার জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে। তিনি আরও বলেন, সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিই মূল্যবান। সেদিক দিয়ে সুষ্ঠু সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সমাজের সকল ব্যক্তির দায়িত্বের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নিজের কাজের পারদর্শিতার মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে তুলতে হবে। তিনি দেশের জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আধুনিক ভারতবর্ষ গড়ে তোলার লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির সাথে সংশ্লিষ্টদেরকে আরও বেশী করে যুক্ত হবার আহ্বান জানান। তিনি এই বইমেলার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করেন। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা বইমেলা অর্গানাইজিং কমিটির সভাপতি যীষ্ণু দেববর্মা, শিক্ষামন্ত্রী তথা অর্গানাইজিং কমিটির সহ-সভাপতি রতনলাল নাথ, বিধায়ক তথা অর্গানাইজিং কমিটির সহ সভাপতি আশীষ কুমার সাহা, অর্গানাইজিং কমিটির সহ-সভাপতি আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিনহা, অর্গানাইজিং কমিটির সহ-সভাপতি তথা ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য্য অরুণোদয় সাহা সহ প্রকাশক, পুস্তক বিক্রেতা, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভার শুরুতে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব এম এল দে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

সভায় ৩৬তম আগরতলা বইমেলা আগামী ২ এপ্রিল থেকে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত করার জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১২ দিনের এই মেলা হবে

২য় পাতায় ***

আগরতলা শিশু উদ্যানে। অন্যান্য বছরের মতো এবারের বইমেলায়ও থাকছে আলোচনাচক্র, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে ১২দিন। এর মধ্যে উদ্বোধনী ও সমাপ্তি দিনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে শিশু উদ্যানে। বাকী ১০ দিন হবে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের দ্বিতীয় প্রেক্ষাগৃহে। তাছাড়া, আগরতলা বইমেলা, ২০১৮-এ অংশ গ্রহণ করার জন্য কোলকাতা, নতুন দিল্লী, গুয়াহাটি, ত্রিপুরা পাবলিশার্স গিল্ড, ত্রিপুরা বুকসেলার্স এন্ড পাবলিশার্স এসোসিয়েশনকে ষ্টল খোলার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। তাছাড়াও মেলা সংক্রান্ত অন্যান্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ষ্টল খোলা হবে ১২০টি। থাকবে থিম প্যাভিলিয়ন।

সভায় এই বইমেলার সার্বিক সাফল্য কামনা করে উপ-মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, আধুনিক ডিজিটালাইজেশানের যুগে বইকে আরও জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। এই কর্মসূচিতে বইকে আরও জনপ্রিয় করে তোলার পাশাপাশি বইমেলাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। সভা থেকে একটি ষ্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়।

****